

# রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৪০১ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৯৬]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৫০: আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করা

بَابُ الْخَوْف \_ (50)

### আরবী

عَنِ ابنِ مَسعُودِ رضي الله عنه، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . فَوَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقٌ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

#### বাংলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِيُّى فَارا هَبُون ﴾ [البقرة: ٤٠]

অর্থাৎ "তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" (সূরা বাকারাহ ৪০ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّ بَطَّاشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ ﴾ [البروج: ١٢]

অর্থাৎ "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন।" (সূরা বুরুজ ১২ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,



﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخِاذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱل اَقُدَىٰ وَهِيَ ظُلِمَةٌ ا إِنَّ أَخِاذَهُ اَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

অর্থাৎ "আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি আখেরাতের শান্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে জাহান্নামে; তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।" (সুরা হুদ ১০২-১০৬ আয়াত)

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন,

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْاَسَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَاسَهُ اللَّهُ ﴿ [ال عمران: ٢٨]

অর্থাৎ "আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।" (আলে ইমরান ২৮ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوا ٓ مَ يَفِرُّ ٱلْاَمَراءُ مِن اللَّهِ ٣٥ وَأُمِّهِ اللَّهِ ٣٥ وَصَحْجَبَتِهِ ١ وَبَنِيهِ ٣٦ لِكُلِّ ٱمارِي مِّناهُما يَوا َمَئِذ شَأَان اللَّهُ يَعْانِيهِ ٣٧ ﴾ [عبس: ٣٤، ٣٧]

অর্থাৎ "সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।" (সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত)

তিনি আরো বলেন.

﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمِ الْ إِنَّ زَلَآزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَي اَءٌ عَظِيم اللهِ عَمَّآ اللهِ عَمَّآ اللهِ عَمَّآ اللهِ شَدِيد اللهِ عَمَّآ وَاضَعَت اللهِ عَلَى النَّاسَ سُكُرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيد اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল



সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুত আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন।" (সূরা হজ্জ্ব ১-২ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ؟ جَنَّتَانِ ٤٦ ﴾ [الرحمن: ٤٦]

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান।" (সূরা আর-রাহমান ৪৬ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَأَقَابَلَ بَعاهَمُهُم اللَّهُ عَلَىٰ بَعاهِم يَتَسَآءَلُونَ ٢٥ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبِالُ فِيٓ أَهِالِنَا مُشافِقِينَ ٢٦ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيانَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِن قَبالَ نَداعُوهُ الْ إِنَّهُ اللَّهِ هُوَ ٱللَّبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨ ﴾ [الطور: ٢٥، ٢٨]

অর্থাৎ "তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।" (সূরা ত্বুর ২৫-২৮ আয়াত)

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক। নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হলঃ

১/৪০১। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, ''তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চলিলশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্ধ্রপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিপ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ট না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি (বাহ্যদৃষ্টিতে) জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়।

এমতাবস্থায় তার (তাকদিরের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে (বাহ্যদৃষ্টিতে) জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (তাকদীরের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" (বুখারী-মুসলিম) [1]



## **English**

(50) Chapter: Fear (of Allah)

Allah, the Exalted, says:

"And fear none but Me". (2:40)

"Verily, (O Muhammad (PBUH)) the Grip (punishment) of your Rubb is severe". (85:12)

"Such is the Seizure of your Rubb when He seizes the (population of) towns while they are doing wrong. Verily, His Seizure is painful, (and) severe. Indeed in that (there) is a sure lesson for those who fear the torment of the Hereafter. That is a Day whereon mankind will be gathered together, and that is a Day when all (the dwellers of the heavens and the earth) will be present. And We delay it only for a term (already) fixed. On the Day when it comes, no person shall speak except by His (Allah's) Leave. Some among them will be wretched and (others) blessed. As for those who are wretched, they will be in the Fire, sighing in a high and low tone". (11:102-106)

"And Allah warns you against Himself (His punishment)". (3:30)

"That Day shall a man flee from his brother. And from his mother and his father. And from his wife and his children. Every man that Day will have enough to make him careless of others". (80:34-37)

"O mankind! Fear your Rubb and be dutiful to Him! Verily, the earthquake of the Hour (of Resurrection) is a terrible thing. The Day you shall see it, every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load, and you shall see mankind as in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the Torment of Allah". (22:1,2)

"But for him who fears the standing before his Rubb, there will be two Gardens (i.e., in Jannah)". (55:46)

"And some of them draw near to others, questioning. Saying: `Aforetime, we were afraid (of the punishment of Allah) in the midst of our families. So Allah has been gracious to us, and has saved us from the torment of the Fire. Verily, we used to invoke Him (Alone and none else) before. Verily, He is Al-Barr (the Most Subtle, Kind, Courteous, and Generous), the Most Merciful.". (52:25-28)

-----

'Abdullah bin Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported:

Messenger of Allah (ﷺ), the truthful and the receiver of the truth informed



us, saying, "The creation of you (humans) is gathered in the form of semen in the womb of your mother for forty days, then it becomes a clinging thing in similar (period), then it becomes a lump of flesh like that, then Allah sends an angel who breathes the life into it; and (the angel) is commanded to record four things about it: Its provision, its term of life (in this world), its conduct; and whether it will be happy or miserable. By the One besides Whom there is no true god! Verily, one of you would perform the actions of the dwellers of Jannah until there is only one cubit between him and it (Jannah), when what is foreordained would come to pass and he would perform the actions of the inmates of Hell until he enter it. And one of you would perform the actions of the inmates of Hell, until there is only one cubit between him and Hell. Then he would perform the acts of the dwellers of Jannah until he would enter it."

[Al- Bukhari and Muslim].

Commentary: This Hadith deals with the problem of fate in which Faith is essential. What it means is that Almighty Allah already knows about every person, whether he will be pious or impious, whether he will go to Jannah or Hell. He has already recorded all this. But it does not mean that man is absolutely helpless and is deprived of will and power, as is believed by some deviant sects who have gone astray. Fate is in fact a manifestation of the Knowledge of Allah and it has nothing to do with the will and intention of a person. Allah has not created man as a helpless creature, but has endowed him with the freedom of will and action, because in the absence of these two qualities, there would be no justification for his trial. He could only be put to test if he was granted not only the ability to choose between good and evil but also the freedom to act. For this purpose, Almighty Allah, has clearly indicated to man both the paths and granted him freedom to choose whichever he likes. He has also told him the ultimate end of each. The Noble Our'an says:

"Verily, We showed him the way, whether he be grateful or ungrateful". (76:3)

"Then whosoever wills, let him believe; and whosoever wills, let him disbelieve". (18:29).

But by mentioning this Hadith in the chapter relating to the fear of Allah, Imam An-Nawawi has warned that we should be fearful of Allah, pray for His Help, and an auspicious end of our life. He has advised us to adopt whatever means are available to us. In other words, we should make Faith and piety a way of life because one can find the means and resources according to one's capacity. Since nobody knows the result of his endeavours, one should leave



it to Allah and rest assured that He Who has created him with a purpose will also create the ways and means to attain it. He who adopts piety, the ways to piety will open for him; and he who adopts evil, the ways to evil will open for him.

A Muslim should never go towards evil at any stage of his life, lest his life comes to an end suddenly and he is deprived of the reward of all the good deeds he has done during his life and consequently he is consigned to Hell rather than Jannah. May Allah save us from a bad end and such actions which lead one to Hell.

## ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪, মুসলিম ২৬৪৩, তিরমিয়ী ২১৩৭, আবূ দাউদ ৪৭০৮, ইবনু মাজাহ ৭৬, আহমাদ ৩৫৪৩, ৩৬১৭, ৪০৮০

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন